Final

# মার্কিন মুলুকে সংখ্যালঘুর সপক্ষে দৃষ্টিপাতের অভিযান

*ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে থেকে আশফাক স্বপনের প্রতিবেদন*

কোথায় বাংলাদেশের ভোলার অন্নদাপ্রসাদ গ্রাম, আর কোথায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক, শিকাগো আর সিলিকন ভ্যালি। পৃথিবীর এপিঠ আর ওপিঠ। অথচ কিছু হৃদয়বান বিবেকী প্রবাসী বাংলাদেশীর নির্ভীক প্রচেষ্টায় এই দূরত্ব ঘুচে গেছে। সম্প্রতি ১৬ ফেব্রুয়ারি শিকাগোর কাছে ওক পার্ক উপশহরে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হল উত্তর আমেরিকা-ভিত্তিক বাংলাদেশী মানবাধিকার সংস্থা 'দৃষ্টিপাত'-এর অর্থ সংগ্রহের পালা। এই সংস্থার লক্ষ্য ছিল গত বছর নির্বাচনোত্তর হানাহানির শিকার অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের বিপন্ন কিছু হিন্দু পরিবারকে পুনর্বাসিত করার জন্য ২৫ হাজার ডলার তোলা। এদের অক্লান্ত চেষ্টা আর উত্তর আমেরিকার নানান জায়গার বিবেকী বাংলাদেশীর সহায়তায় শেষ পর্যন্ত উঠেছে ২৮ হাজার ডলারেরও বেশী। চিন্তাভাবনা চলছে এমাসের শেষের দিকেই হয়ত প্রথম কিস্তিতে ৮,০০০ ডলার পাঠান হবে অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের সব চেয়ে আক্রান্ত কয়েকটি পরিবারের কাছে।

'আমাদের আসল কাজ হচ্ছে টাকাটা যাদের জন্য তোলা হয়েছে তাদের কাছে যাওয়া,' দৃষ্টিপাতের সংগঠক আসিফ সালেহ বললেন। আসিফ থাকেন নিউ ইয়র্কে, কাজ করেন বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্ক গোলডম্যান স্যাক্স-এ। 'প্রথম পর্যায়ে ১৩টি পরিবারকে ঘর বাড়ি শৌচাগার ও টিউব ওয়েল সহ তৈরি করে দেওয়া হবে। পরে প্রত্যেককে জমি কিনে দেওয়া হবে। কারণ প্রত্যেকেই বলেছে যে আমাদের হাস মুরগী কিনে দিলে তা পরের দিনই লুট হয়ে যাবে। শারীরিক নির্যাতনের শিকার যারা হয়েছেন, ইতিমধ্যে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

দেশে হিংসা আর হানাহানিতে আক্রান্ত কিছু পরিবারকে সাহায্য করা হবে বিদেশ থেকে, এটা তো খুবই সরল ও প্রশংসনীয় ব্যাপার হওয়ার কথা, কিন্তু বাংলাদেশে নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় আক্রান্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিষয়টিতে এমনই রাজনৈতিক রং চড়ানো হয়েছে যে প্রবাসী সমাজেও তার আঁচ লেগেছে, আর বিভিন্ন বাংলাদেশী কাগজ আর ইন্টারনেট নিউজগ্রুপ আড্ডায় তা উত্তপ্ত বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

সেই বিতর্কের ঝড়কে সামাল দিয়ে, কখনো শালীন কখনো অভব্য সমালোচনার মোকাবিলা করে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রশান্ত মহাসাগরের কোলসংলগ্ন শহর সান ফ্রানসিস্কো, সিলিকন ভ্যালির উপশহর মাউনটেন ভিউ, পূর্ব উপকূলবর্তী নিউ ইয়র্ক আর ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের ওক পার্ক-এ চারটি অনুষ্ঠানে এবং নানা শুভানুধ্যায়ীদের অর্থ সাহায্যে দৃষ্টিপাতের এই উদ্যোগ তার লক্ষ্য অর্জন করল।

নানান রাজনৈতিক মতামত ছাড়াও বিদেশে বাংলাদেশীমাত্রেই দেশের সমালোচনার ব্যাপারে স্পর্শকাতর। সেজন্য বর্তমান সরকার যেভাবে সরাসরি সংখ্যালঘু নিপীড়নের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে, অনেক প্রবাসী বাংলাদেশীই সেই মত গ্রহণ করতে উদগ্রীব, এব্যাপারে আর কোন ঘাঁটাঘাটি তাই তারা সুনজরে দেখেন নি। ফলে বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশী সংগঠনগুলো আর সরাসরি এই বিষয়টি নিয়ে নিজেদের জড়ায়নি।

কিন্তু তারপরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী দেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতনে মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন, এবং তাদের মনোভাব ব্যক্ত করতে দ্বিধা করছেন না। সান ফ্রানসিস্কো বে এরিয়ার কথাই ধরা যাক। এলাকার লোকজনের উদ্যোগে দুশ'জনের ওপর প্রবাসী বাংলাদেশী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে খোলা চিঠি দিয়েছেন এবং খোলাখুলি তাদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন —

'ঠিক যে মূহুর্তে আমরা পরপর তিনবার দেশব্যাপী সফল নির্বাচন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে যাব, তখনই আমাদের কাছে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমনের খবর এলো। বাংলাদেশ

থেকে হাজার মাইলেরও বেশি দূরে আমাদের বসবাস, সুতরাং প্রাপ্ত খবরাখবর ও প্রায়শ বিপরীত মতবাহী সরকারী ভাষ্যের সত্যাসত্য যাচাই করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও বিশেষ করে কিছু বাংলাদেশী সংবাদপত্রের তন্নিষ্ঠ ও নির্ভীক অনুসন্ধানী রিপোর্ট ও পার্শ্ববর্তী ভারতের উদ্দেশ্যে হিন্দুদের বাংলাদেশ ত্যাগের সংবাদের মধ্য দিয়ে এ কটা ব্যাপার অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে — দেশের অসহায়, বিপন্ন হিন্দুরা লুটপাট, হিংসা ও ধর্ষনের নারকীয় যজ্ঞের শিকার হয়েছেন, এবং সেটা প্রথমবারের মত নয়।

‘এসব ঘটনায় আমরা মর্মাহত ও প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ। আমরা বিশেষভাবে মর্মাহত হয়েছি নিরীহ হিন্দু নারীদের গণধর্ষনের অনুসন্ধানী সংবাদ রিপোর্টে, এবং অপরাধীদের ধরার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতায়। তার ওপর লাগাতার লুটপাট ও হয়রানির সংবাদে দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির যে চিত্র আমরা দেখতে পাই, সেটা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

‘এই মূহুর্তে সকল বাংলাদেশীদের প্রতিবাদ করা উচিত বলে আমরা মনে করি। আমাদের দেশের সরকার ও সমগ্র বিশ্বকে জানান অত্যন্ত জরুরী যে অধিকাংশ বাংলাদেশীরা এধরণের অমানুষিক অপরাধ সমর্থনতো করেনই না, বরং আন্তরিকভাবে এধরণের অপকর্ম ঘৃণা করেন।’

স্বাক্ষরদাতাদের অন্যতম মাহবুব খান পেশায় পদার্থবিজ্ঞানী, এক সময় স্যান ফ্রানসিস্কো বে এরিয়া এলাকার বাংলাদেশী সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। এছাড়া অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমানও, এলাকার সাউথ বে ইসলামিক এসোসিয়েশনেরও কর্ণধার ছিলেন এক সময়, এখনও স্থানীয় মসজিদের নানা কাজে সক্রিয়।

‘একজন ভাল বাংলাদেশী হিসেবে, একজন সৎ মুসলমান হিসেবে, একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে আমার দায়িত্ব মনে করি এবিষয়ে প্রতিবাদ করা,’ বললেন তিনি। শুধু চিঠিতে স্বাক্ষরই নয়, তিনি স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য প্রচুর বাংলাদেশীদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। অনেকের কাছেই ইতিবাচক সাড়া পেয়েছেন বলে জানালেন, তবে কিছু প্রতিবাদ ও এসেছে।

একজন ই-মেলে খোলা চিঠির প্রতিবাদে মাহবুব খানকে লিখেছেন — ‘নির্বাচনের পর ৫০০ জনের মত মারা গেছেন। সবার কথা বাদ দিয়ে শুধু হিন্দুদের কথা উঠছে কেন? সেটা কি হিন্দু লবি এই ইসলাম-বিরোধী প্রচারনার জন্য ইন্ধন যোগাচ্ছে বলে? আমার মনে হয় এই পক্ষপাতদুষ্ট কুম্ভীরাশ্রুর পেছনে গোপন উদ্দেশ্য আছে। হিন্দু লবি এই সরকারকে দুচোখে দেখতে পারে না, কারণ আওয়ামী লীগের মত এই সরকার ভারতের কাছে নতজানু হয়ে থাকবে না। দয়া করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পক্ষপাতদুষ্ট এই সমবেদনার ভাওতায় বোকা বনবেন না।’

মাহবুব খানের ধর্মবিশ্বাস নিয়েও কড়া সমালোচনা করেছেন একজন, তবে তিনি টলেন নি। সপরিবারে এসেছিলেন ২৭ জানুয়ারির মাউন্টেন ভিউ-এর অনুষ্ঠানে আয়োজনে সহায়তা করতে, এবং প্রায় ২০০ বাংলাদেশী দর্শকের সামনে সাড়ম্বরেই পরিবেশিত হল গান, আবৃত্তি, অন্যতম সংগঠক সুলতানা বেগমের বক্তব্য আর প্রামাণ্য স্লাইড প্রদর্শনীসহ অনুষ্ঠান ‘আশায় বসতি,’ উঠল ৯,০০০ ডলারের মত। দিন দুই আগে ফৈয়াজ হোসেনের চেষ্টায় দক্ষিণ এশীয় সংস্থা ‘একতা’ সান ফ্রানসিস্কোতে একটা ক্লাবে তুলে দিল আরো ২,০০০ ডলার। চিঠির স্বাক্ষরদাতাদের অনেকেই ছিলেন দুটি অনুষ্ঠানের দর্শক অথবা আয়োজক।

নিউ ইয়র্কের ২ ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানতো পণ্ড হবার জোগাড় হয়েছিল। ‘নিউ ইয়র্কে ফান্ডরেসারের দুদিন আগে দৃষ্টিপাতের বিরূদ্ধে বিশাল একটা লেখা গেল দুটো বাংলা কাগজে, যে বাংলাদেশের বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্র,’ আসিফ জানালেন। ‘শেষ মুহূর্তে গন্ডগোল হয়ে গেল। যেখানে আমরা অনুষ্ঠান করব তারা গররাজি হয়ে গেল। অনেক ফোন-টোন করার পরে ভদ্রলোককে রাজি করা গেল। তবুও অনেক লোক বিতর্কের ভয়ে আসেনি শেষ পর্যন্ত।’

শিকাগোর কাছে ওক পার্কের ১৬ ফেব্রুয়ারির আয়োজনে সংঘটকদের অন্যতম ছিলেন রফিক আহমদ আর অপু ইসলাম। ‘চোখ মেল, চেয়ে দেখ লজ্জা আমার’ অনুষ্ঠানটিতে লোক হয়েছিল ১২৫-এর মত

বাংলাদেশী আর মার্কিনী মিলিয়ে, এর মধ্যে গোটা ৭০ বাংলাদেশী। 'আমি খুশী,' রফিক বললেন। 'প্রবাসী বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের জন্য এর প্রয়োজন ছিল। যতজন লোকই আসুক না কেন, সবাই সন্তুষ্ট যে আমরা এব্যাপারে আমাদের মত তুলে ধরেছি।'
রফিক আরো বললেন -- ''চোখ মেল চেয়ে দেখ লজ্জা আমার,' লজ্জা কিন্তু পায় অনেকেই অনেক কারণে। কেউ কেউ লজ্জা পায় যে বিদেশীদের সামনে আমাদের ময়লা কাপড় ধোবার কি দরকার। এরকম বোধহয় কেউ কেউ ছিল আমাদের সাথে। ঐ নিরবতাটা ভাঙতে হবে, কারণ ওর জন্যই এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকে।'

সেদিনের অনুষ্ঠানে গণসঙ্গীত আর কৃষ্ণাঙ্গ মরমী গান গাইতে এসেছিলেন কুশল বোস। তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোক, ছবি তৈরি করেন, থাকেন শিকাগোতে। বাংলাদেশীদের আমন্ত্রনে গান গাইতে লস এঞ্জেলেসও গেছেন আগে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কলকাতায় কাজ করেছেন বাংলাদেশের সপক্ষে।

'অনুষ্ঠানের থেকেও প্রচেষ্টাটা আমার কাছে অনেক বেশি ভাল লেগেছে এবং খুব গুরুত্বপর্ণ মনে হয়েছে,' বললেন তিনি। 'আপনারা যারা বাংলাদেশীরা এই ব্যাপারে অবস্থান গ্রহন করেছেন, সেটা আপনাদের প্রজন্মের ম্যাচিউরিটির লক্ষণ। এর আগে এরকম তো কোনদিন হয়নি। আমাদের উপমহাদেশে আমাদের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে উত্তেজনা, এটা কোনদিনই আমরা স্বীকার করিনা। আমাদের ভারতবর্ষে যখন বাবরি মসজিদ নিয়েও গন্ডগোল হয়েছে তখন হিন্দু গ্রুপ এসে বলেনি যে আমরা অন্যায় করেছি। আমি জানি অনেক বাংলাদেশী এই আয়োজন ঠিক মনে করেনা, তারপরও আপনারা যে এগিয়ে গেছেন, সেই উদ্যমটা আমার কাছে হৃদয়স্পর্শী ও গুরুত্বপুর্ণ মনে হয়েছে। আপনারা সারা এ্যামেরিকাতেই সমবেতভাবে এত আয়োজন করেছেন, সেটা খুব অবাক করার মত।'

শিকাগোতে থাকেন সোমনাথ দেব, বাড়ি চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায়। 'রফিক যেভাবে জিনিসটা উপস্থাপন করেছে, আমি আশাই করিনি,' বললেন তিনি। 'এইভাবে করলে প্রত্যেকে সজাগ থাকবে এবার থেকে। অদূর ভবিষ্যতে কোন সরকার আসলেও হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করতে পারবে না।'

স্থানীয় এলাকার বাংলাদেশীদের সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার শিকাগোল্যান্ডের সভাপতি খায়রুল আনাম এসেছিলেন অনুষ্ঠানে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম বাংলাদেশী সংস্থাগুলো এব্যাপারে নিরব কেন। জবাবে তিনি বললেন—'আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে আমার নিজের যে কোন ধরণের দুর্বলের নির্যাতনের ব্যাপারে, বিশেষত সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে সমবেদনা রয়েছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে তিনটা গ্রুপ দেখা যাচ্ছে। একটা এটাকে হিন্দু মুসলমানের গন্ডগোল হিসাবে দেখছেন, আরেকটা পক্ষ ঠিক তার উলটো—তারা তথাকথিত ইসলামপন্থী। অত্যাচার যে হয় না সেটা তারা ঠিক বলছে না, তারা বলছে এটা নিয়ে খুব ফলাও প্রচার করলে সবার কাছে দেখান হয়ে যায় মুসলমানরা সবসময় হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে যাচ্ছে। এই জন্য এটাকে তারা ভাল চোখে দেখছে না।' তিনি আরও বললেন যে তৃতীয় আরেকটা দল কিছুটা মধ্যপন্থী, তারা বিষয়টা স্বীকার করছেন, কিন্তু বলছেন ব্যাপারটা আসলে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য ঘটছে, সংগঠিত ভাবে হিন্দু নির্মূল করা হচ্ছে বলে তারা মনে করেন না।

দৃষ্টিপাতকে এই ধরনের বিতর্কের চোরাবালি অতিক্রম করতে হয়েছে, জানালেন আসিফ। দৃষ্টিপাতের সূচনা হয় আহত সাংবাদিক টিপু সুলতানকে সাহায্য করার প্রকল্প দিয়ে। বিগত সরকারী দল আওয়ামী লীগের সাংসদ জয়নাল হাজারীর হিংসার শিকার হয়েছিলেন সাংবাদিক টিপু সুলতান। ওর চিকিৎসার জন্য সেবার ওরা ১৫,০০০ ডলার তুলে দিয়েছিল।

গতবছর নির্বাচনের পর পর যখন হিন্দু নির্যাতনের খবর আসা শুরু করল প্রথম প্রথম খানিকটা ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলেন ওরা। কেউ বলছিল সব আওয়ামী লীগের অপপ্রচার, সরকারতো সরাসরি অস্বীকার করছিল। নভেম্বরে Daily Star এ একটা সরেজমিন রিপোর্ট পড়ে সব সন্দেহ চলে গেল, বললেন আসিফ। প্রাথমিক ভাবে কাজ শুরু করেছিলেন দশ জন, তিনটি ভাগে দায়িত্ব ভাগ করে নিলেন এরা। এক দলের কাজ হল ঢাকায় নির্ভরযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে সরেজমিন একটা রিপোর্ট তৈরি করা,

আরেক দল নিল ওয়েব সাইট তদারকির দায়িত্ব, আর আরেক দলের কাজ হল যুক্তরাষ্ট্রে কোন বাংলাদেশী সমাজসেবী সংগঠনের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা, যাতে আয়করের ঝক্কি এড়ানো যায়। সান ফ্রানসিস্কো বে এরিয়ার বাংলাদেশী সংগঠন SpaandanB অবশেষে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল, যদিও এখানেও দৃষ্টিপাতকে হোঁচট খেতে হয়েছে। 'প্রথম দিকে দু'একটা সংগঠন হ্যা বলে না করে দিয়েছে বিষয়টার স্পর্শকাতরতার কারণে,' আসিফ বললেন। 'একটা নামী সংগঠনের সভাপতি তো কথা দিয়েও নির্বাহী সদস্যদের চাপে পরে কথা ফিরিয়ে নিলেন।'

ওয়েব সাইটের কাজে নিউ ইয়র্কের ঈশিতা আজাদ অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। কাজটা ছিল বেশ স্পর্শকাতর, চড়া রিপোর্ট বাদ দিয়ে যেগুলো খুব মানবিক ও নিরপেক্ষ সূত্র –যেমন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের রিপোর্ট, এ্যামেনেস্টির রিপোর্ট-এধরণের রিপোর্টকে শুধু ঠাঁই দেওয়া হল।

'প্রথম ধাক্কাটা খেলাম প্রচারের কাজে হাত দিয়েই,' আসিফ বললেন। 'আমার বেশ আত্মবিশাস ছিল যে টিপু সুলতানের সাহায্যের জন্য যে মূল কাঠামোটা ছিল সেটাই আমি কাজে লাগাতে পারব।
'আমাদের মূলত ইন্টারনেটভিত্তিক সংগঠনতো, সেজন্য আমরা ইন্টারনেটকে একটু বেশী প্রাধান্য দেই। প্রথম ধাক্কাটা খেলাম যখন দেখলাম যারা আমাকে খুব সাহায্য সহযোগিতা করেছিল টিপু সুলতানের ব্যাপারে তারা একদম নিশ্চুপ। তখন অনেক ই-মেল পাঠানোর পরে আস্তে আস্তে একটা দুটো ওয়েব সাইট- এর কাছে সাড়া পেলাম।'

প্রথম আসিফ বুঝতে পারেননি পুরো ব্যাপারটা রীতিমত প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষের কেন এত আপত্তি। তারপর যখন ই-মেল উত্তর আসা শুরু করল, তখন বোঝা গেল কি ব্যাপার। আসিফ জানালেন যে অনেক সমর্থনসূচক ই-মেল-এর পাশাপাশি এক গুচ্ছ বিপক্ষ মতের ই-মেলের বক্তব্য মোটামুটি এই– '১। এর পুরোটাই আওয়ামী লীগের প্রচারণা। ২। এই ক্যাম্পেন করে বাংলাদেশের তুমি খুবই ক্ষতি করছ, কারণ ১১ সেপ্টেম্বরের পরে আমাদের খুব সাবধান হওয়া উচিত বাংলাদেশের কি ভাবমূর্তি দাড়ায়, আর ৩। এটা একটা আইন শৃংখলা সমস্যা, এটা সাম্প্রদায়িক কোন সমস্যা নয়।
'এই তিনটা ভদ্রভাবে বললাম। অনেক অভদ্র ই-মেলও এসেছে।'

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশী কাগজ প্রচুর থাকলেও তাতে দৃষ্টিপাতের খুব লাভ হয়নি, আসিফ বললেন।
'নিউ ইয়র্কের পত্রিকাগুলো প্রচন্ডকমের দলীয় পক্ষপাতে ভোগে। এখানে সাত দিনে সাতটা পত্রিকা বেরোয়। প্রত্যেকেই জানে কোন পত্রিকা কোন দলের পক্ষে। একমাত্র 'ঠিকানা' পত্রিকা কিছুটা নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করে,' আসিফ বললেন।
এদিকে দৃষ্টিপাত বাংলাদেশে আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আর সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সাথে জোট বাধল। দৃষ্টিপাতের পৃষ্ঠপোষকতায় অজয় রায়, পঙ্কজ রায়, দুজন সাংবাদিক আর দুজন সমাজকর্মীর ছয় সদস্যের দল ভোলার অন্নদা প্রসাদ গ্রামে গিয়ে দুদিন থেকে একটা রিপোর্ট পাঠাল।

'ওই রিপোর্টটাতে আমরা খুব উজ্জীবিত হলাম,' আসিফ বললেন।
'আমরা ওয়েব সাইটে ছবি, রিপোর্ট দিলাম । তখন আস্তে আস্তে লোকজন একটু নড়ে চড়ে বসল। এবং আমাদের কাছে টাকা আসা শুরু করল। রিপোর্টটা দেওয়ার পরে বেশ ভাল একটা পরিবর্তন দেখতে পেয়েছি আমরা। আমরা যারা ব্যক্তিগত ভাবে এব্যাপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছিলাম, আমরা হাতে হাতে লোকজনকে ছবি দেখিয়েছি, তাদের বোঝান অনেক সহজ হয়ে গেল।'
আসিফ বললেন ওরা রাজনৈতিক বিতর্ক এড়াতে চেষ্টা করেছেন আর তাতে কাজও হয়েছে।
'আমরা পুরো ব্যাপারটাকেই একটা মানবিক ইস্যু হিসেবে দেখাতে চেয়েছি, রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক বিষয় হিসাবে নয়। মানবাধিকার ইস্যু হিসেবে দেখানোর জন্য বিতর্কের দুপক্ষ থেকেই বেশী সাড়া পাওয়া গেছে। কিছু লোক পুরো সময় চেচামেচি করে গেছে, কিন্তু আমি দেখেছি যে অনেক কট্টর বি এন পি সমর্থক, যারা ব্যাপারটিকে আওয়ামী লীগের প্রচারণা হিসেবে উড়িয়ে দিয়েছে, তারাও ব্যাপারটা একটা

মানবিক ইস্যু হিসেবে দেখে টাকা দিয়েছেন। সবারই তো হিন্দু বন্ধু বান্ধব আছে বাংলাদেশে, সবাই ব্যক্তিগত নিগ্রহের ঘটনা শুনেছেন।'

যুক্তরাষ্ট্রে একদিকে বাংলাদেশী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের যেমন এব্যাপারে জড়াতে অনীহা, অন্যদিকে প্রবাসী বাংলাদেশী হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হানাহানির সংবাদে। এই ক্ষোভ আরো বেড়েছে যখন একদিকে তারা সরাসরি দেশে আত্মীয় স্বজনের কাছে নির্যাতনের খবর শুনছেন, অন্যদিকে অনেক বাংলাদেশী মুসলমানকে এব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করতে দেখছেন। মূলত তাদের একাংশ নিয়ে গঠিত সংস্থা Human Rights Commission for Bangladesh Minorities-এর কিছু প্রস্তাব আর আলোচনা প্রধানত প্রবাসী বাংলাদেশী মুসলমানদের মধ্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশে গারমেন্ট রফতানীর ব্যাপারে কড়াকড়ির সপক্ষে মতামত আর প্রবাসী ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সাথে মিলে প্রতিবাদ সভা এই বিতর্ক আরও সরগরম করে তুলেছে।

এই বিতর্কের বিষক্রিয়া দৃষ্টিপাতের কাজকেও আরো কঠিন করেছে, কিন্তু তারপরও দেখা গেল হিন্দু ও মুসলমান বাংলাদেশীদের এক কাতারে আনতে পেরেছে সংগঠনটি। বিপক্ষের সমালোচনা সত্ত্বেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নানা বয়স ও পেশার বাংলাদেশী। লন্ডন ও কানাডার টরোন্টো শহরেও অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু সময়াভাবে তা বাতিল হয়। অনুষ্ঠানের বাইরে সাহায্য এসেছে ছাত্রদের থেকে। Virginia Tech বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশী ছাত্ররা ১০-২০ ডলার চাঁদা তুলে ৪৫০ ডলার পাঠিয়েছে, লুইসিয়ানার এক কলেজের বাংলাদেশী ছাত্ররা পাঠিয়েছে কিছু টাকা।

নিউ ইয়র্ক প্রবাসী সাংবাদিক হাসান ফেরদৌস গিয়েছিলেন দৃষ্টিপাতের নিউ ইয়র্কের অনুষ্ঠানে। বললেন ভীষণ আশান্বিত হয়েছেন তিনি। 'আকাশ যখন আঁধার হয়, তখন কখনও বিদ্যুৎ চমকায়। ওরা আমাদের আশার আলো,' তিনি বললেন।

সব শেষে লাভ লোকসানের হিসেব মেলাতে গিয়ে কি ভাবছেন আসিফ? ওর কথায় -- 'আমার মনে হয় যে পুরো ক্যাম্পেনের সাফল্য হচ্ছে যে টাকা অনেক তোলা গেছে। প্রবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে যে বিদেশ থেকে বড় বড় কথা বলে এরা, কাজের বেলায় কিছু না। সেটা আমরা বদলে দিচ্ছি। আমরা সত্যি কিছু করছি। এটা ইতিবাচক। আরেকটা জিনিস হচ্ছে সচেতন মানুষের একটা মঞ্চ তৈরি হয়েছে কথা বলার, যেটা ভবিষ্যতেও কাজে লাগান যাবে। বাংলাদেশের মানুষের এবং যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বাংলাদেশীদের যে একটা ধারণা যে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ, বাংলাদেশের এধরনের কোন সমস্যাই নেই, এই ধারণা দূর করতে আমরা কতদূর সফল হয়েছি আমরা জানিনা, তবে আমরা মানুষকে comfort zone থেকে কিছুটা নড়াতে মনে হয় পেরেছি। কিন্তু এব্যাপারে অনেক কাজ বাকি আছে।'

দৃষ্টিপাতের ওয়েব সাইট www.drishtipat.org